ফর্ম নং জে (২)

কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

<u>আপীল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৬৬১৬

ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর পক্ষে- শ্রী কমল কুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ইউনিয়নের জন্য - শ্রী আতরুপ ব্যানার্জি

শ্রী প্রলয় ভট্টাচার্য

শ্রী রাজদীপ প্রামাণিক

শুনানিঃ ২০২৩ সালের ৯ই অক্টোবর

আদালতের রায়ঃ ২০২৩ সালের ৯ই অক্টোবর

বিচারপতি, রাজা বসু চৌধুরী

১. আজ আদালতে দাখিল করা পরিষেবার হলফনামা রেকর্ডের সাথে রাখা হয়েছে।

২. বর্তমান রিট পিটিশনটি দাখিল করা হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২ (এরপরে "উক্ত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর অধীনে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ১৯ মার্চ, ২০২০ আদেশ এবং উক্ত আইনের অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে।

৩. আবেদনকারীর মামলা হল, দুর্গাপুর খাদ্য কর্পোরেশন জেলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ধানকল, যা মডার্ন রাইস মিলের নাম এবং স্টাইলে পরিচালিত হয়েছিল, সেখানে প্রায় ৪৯ জন শ্রমিক নিযুক্ত ছিলেন। শ্রমিকদের নিযুক্তি ঠিকাদারদের মাধ্যমে হয়েছিল। ১৯৯০/১৯৯১ সালে মিলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে, কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না

ঠিকাদারদের নিয়োগের জন্য, আবেদনকারীর দ্বারা উপরোক্ত শ্রমিকদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং দৈনিক রেট, নো ওয়ার্ক, নো পে সিস্টেমের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল।

৪. শ্রমিকরা যখন আত্মসাতের দাবি জানাচ্ছিলেন, তখন তারা ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন করেন। এর ফলে, শ্রমিকদের চাকরি নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত শ্রমিক এবং আবেদনকারীর মধ্যে একটি শিল্প বিরোধ, ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর ধারা (ঘ) এবং ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২ক) অনুসারে, ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প ট্রাইব্যুনাল, আসানসোলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ধারণ করে বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়:

তফশিল

"দুর্গাপুর ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এফসিআই, দুর্গাপুরের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক সংযুক্ত তালিকা অনুসারে ৪৯ জন ক্যাজুয়াল ওয়ার্কারকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি কি ন্যায্য? যদি না হয়, তাহলে তারা কী ত্রাণ পাওয়ার অধিকারী?"

৫. প্রতিযোগিতায়, ৯ই জুন, ১৯৯৯ একটি রায় দ্বারা, উক্ত রেফারেন্সটি নিম্নলিখিত শর্তে উত্তর দেওয়া হয়েছিলঃ-

"F.C.I. দুর্গাপুরের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক ৪৯ জন কার্যকারণ কর্মী (তালিকা অনুসারে) নিয়োগের জন্য দুর্গাপুর ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দাবি ন্যায্য। এই রায় কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ক্যাজুয়াল কর্মীদের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক নিয়োগ করা হোক"।

৬. যদিও আবেদনকারী কর্তৃক এই রায়ের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, তবুও ৯ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের দেওয়ানি আপিল নং ১০৮৫৬-এর রায় এবং আদেশের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে চ্যালেঞ্জটি স্থগিত করা হয়েছিল, যা

সুপ্রিম কোর্ট, এর মাধ্যমে, ট্রাইব্যুনালের আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ থেকে রায় বাস্তবায়নের নির্দেশ দেয়।

৭. উপরোক্ত অনুসারে, ১৫ জুলাই, ২০১৫ তারিখের একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে, আবেদনকারী ৪৯ জন কর্মীর বেতন, যার মধ্যে বিবাদী নং ৪ও অন্তর্ভুক্ত, ধারণাগতভাবে নির্ধারণের প্রস্তাব দেন, এই শর্তে যে, পদে যোগদানের তারিখ থেকে উক্ত কর্মীদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে।

৮. বিবাদী নং ৪, তখন থেকে, প্রস্তাবটি গ্রহণ করার পর এবং উপরোক্ত অফিস আদেশ অনুসারে তার দায়িত্ব পালন করার পর, পরবর্তীতে ৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন, যার পর তিনি গ্র্যাচুইটি প্রদানের জন্য আবেদন করেন।

৯. যেহেতু, গ্র্যাচুইটির দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, তাই বিবাদী নং ৪ ফর্ম 'এন' -এ একটি আবেদন দাখিলের মাধ্যমে 'নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদেয় গ্র্যাচুইটি নির্ধারণের জন্য আবেদন করেছিলেন।

১০. নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯ মার্চ, ২০২০ তারিখের এক আদেশের মাধ্যমে উক্ত আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়, যেখানে উল্লেখ করা হয় যে, যেহেতু বিবাদী নং ৪ এর চাকরিতে কোনও বিরতি ছিল না এবং উক্ত বিবাদী ৯ জুন, ১৯৯৯ থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত ১১ বছর ৬ মাস ২২ দিন ধরে আবেদনকারীর সাথে যথাযথভাবে কাজ করেছেন, তাই বিবাদী নং ৪ গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকারী ছিলেন। নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিবাদী নং ৪ কে প্রদেয় গ্র্যাচুইটি নির্ধারণ করার পর, ফর্ম 'R' এ নোটিশ জারি করে বিবাদী নং ৪ এর অনুকূলে গ্র্যাচুইটি বিতরণের নির্দেশ দেয়।

১১. উক্ত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে, আবেদনকারী কর্তৃক উক্ত আইনের অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আপিল দায়ের করা হয়েছিল, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, এই ভিত্তিতে যে গ্র্যাচুইটি কেবল আবেদনকারীর স্থায়ী কর্মচারীদের জন্য প্রদেয়। আপিল কর্তৃপক্ষ, বিরোধিতা করে, তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩, হস্তক্ষেপের কোনও কারণ না পাওয়ায়, উক্ত আপিলটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

১২. ক্ষুব্ধ হয়ে, বর্তমান রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।

১৩. আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী চট্টোপাধ্যায়, ২০১৬ সালের ১১ মে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করে, আইএ নং ১ এবং ২ এর সাথে সম্পর্কিত, দাখিল করেছেন যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট আবেদনকারীর জারি করা নির্দেশের প্রতি মনোযোগ দিয়ে, ১ জুন, ২০০৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত সময়ের জন্য উপরোক্ত শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রেখেছে। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট অন্য কোনও সময়ের জন্য বেতন ফেরত দেয়নি।

১৪. উপরোক্ত বিষয়টি বিবেচনা করে, যেহেতু বিবাদী নং ৪-এর আত্তীকরণ ১৫ জুলাই, ২০১৫ তারিখের অফিস আদেশ অনুসারে হয়েছিল, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে পদে যোগদানের তারিখ থেকে এবং নিয়োগ ৯ জুন, ১৯৯৯ থেকে ধারণাগতভাবে কার্যকর হবে, তাই বিবাদী নং ৪-এর আত্তীকরণের পর তিনি যে সময়কাল ধরে কাজ করেছিলেন তা ব্যতীত গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকারী নন।

১৫. আরও বলা হচ্ছে যে, বিবাদী নং ৪, যিনি ১৭ই মে, ২০১৬ তারিখে 'পদে' যোগদান করেছেন এবং ৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, তিনি কল্পনার বাইরেও গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকারী হতে পারেন না, কারণ বিবাদী নং ৪, ৫ বছর ধরে 'নিরবচ্ছিন্নভাবে' চাকরি করেননি।

১৬. তবে, তিনি দাখিল করেছেন যে একই তথ্যের ভিত্তিতে, এই আদালত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের রায় এবং আদেশের মাধ্যমে ২০২৩ সালের WPA নং ১৬৬১৭-তে অনুরূপ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নিতে পেরে সন্তুষ্ট ছিল।

১৭. শ্রী ব্যানার্জি, ভারত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উপস্থিত হয়ে বলেন যে, ২০২৩ সালের ডব্লিউপিএ ১৬৬১৭ নামে পূর্ববর্তী রিট পিটিশনে এই আদালত ইতিমধ্যে উপরোক্ত বিষয়টির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিষয়টি বিবেচনা করে, এটি জমা দেওয়া হয় যে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা আপিল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে উপরোক্ত আদেশগুলি পাস করার ক্ষেত্রে কোনও অনিয়ম নেই এবং এইভাবে, এই আদালত দ্বারা কোনও হস্তক্ষেপের আহ্বান জানানো হয় না।

১৮. শুনেছি, শ্রী চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রী ব্যানার্জি, যথাক্রমে আবেদনকারী এবং ভারত ইউনিয়নের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করেছেন।

১৯. এই আদালত ডবলু. পি.এ ১৬৬১৭ এর ২০২৩ এ তার ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ রায় দ্বারা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করতে পেরে সন্তুষ্ট হয়েছেঃ

"যদিও, আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী চট্টোপাধ্যায় যুক্তি দেন যে, বিবাদী নং ৪ গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকারী নন, কারণ তিনি ১৭ই মে, ২০১৬ তারিখে পদে যোগদান করেছিলেন এবং ৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, তাই, ৫ বছর ধরে একটানা চাকরি না করার কারণে, তিনি গ্র্যাচুইটির অধিকারী নন, আমি ভয় পাচ্ছি এবং এই ধরনের যুক্তি গ্রহণ করতে পারছি না। ৯ই ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের জারি করা নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, ১৫ই জুলাই, ২০১৫ তারিখের চিঠিতে ৯ই জুন, ১৯৯৯ থেকে কোনও চাকরি বিরতি ছাড়াই কার্যকরভাবে 'অবসর গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। ১৫ই জুলাই, ২০১৫ তারিখের চিঠিটি, বিবাদী নং ৪ কে গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি। এখনও পর্যন্ত যেহেতু মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশিকাটি ১ জুন, ২০০৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রযোজ্য, তাই আমার মনে হয় যে এটি আবেদনকারীর গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকারী হওয়ার মূল অধিকারের সাথে হস্তক্ষেপ করে না। উপরোক্ত আদেশ

গ্র্যাচুইটি প্রদানের মাধ্যমে আইনগত সুবিধা অস্বীকার করার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করা যাবে না। উক্ত আইনের ধারা ২ক-এ প্রদত্ত অবিচ্ছিন্ন চাকরির সংজ্ঞা বিবেচনা করে, আমার মতে, বিবাদী নং ৪-কে গ্র্যাচুইটি অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এই যুক্তিতে যে তিনি শুধুমাত্র ১৭ই মে, ২০১৬ তারিখে চাকরিতে যোগদান করেছিলেন। স্বীকার করতেই হবে যে, আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয় যে বিবাদী নং ৪-এর চাকরিতে বিরতি ছিল, যা ৯ই জুন, ১৯৯৯ তারিখের ট্রাইব্যুনালের রায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অফিস আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট ৯ই ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের রায় এবং আদেশের মাধ্যমে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুসারে নির্ধারিত তারিখ থেকে পুরষ্কার বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৫ই জুলাই, ২০১৫ তারিখের অফার লেটার বিবাদী নং ৪-এর অতীত চাকরিতেও হস্তক্ষেপ করে না। অতএব, আবেদনকারীকে এই যুক্তি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না যে, যেহেতু বিবাদী নং ৪ ২০১৬ সালে কোনো এক সময়ে নিয়োগ লাভ করেছিলেন, তাই তিনি ৫ বছর ধরে একটানা চাকরিতে ছিলেন না, কারণ তিনি ৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

আমি দেখতে পাচ্ছি যে নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ তার ১৯শে মার্চ, ২০২০ তারিখের আদেশে স্পষ্টভাবে এই তথ্য ফেরত দিয়েছে যে বিবাদী নং ৪ ৯ই জুন, ১৯৯৯ থেকে ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত ১১ বছর, ৬ মাস এবং ২২ দিন ধরে নিয়োগকর্তার সাথে কাজ করেছেন। উপরে আলোচনার আলোকে উপরোক্ত তথ্যকে বিকৃত বলা যাবে না।

২০. উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে এবং নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯শে মার্চ ২০২০ তারিখের আদেশে প্রদত্ত 'উপস্থাপনা' বিবেচনা করে যে, বিবাদী নং ৪ ৯ই জুন ১৯৯৯ থেকে ৩০শে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ১১ বছর ৬ মাস ২২ দিন ধরে নিয়োগকর্তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছেন, আমার মতে, উক্ত অনুসন্ধানকে বিকৃত বলা যাবে না।

২১. আমার আরও মনে হয় যে আবেদনকারীর আপত্তি বহাল রাখা যাবে না এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ উভয়ের দ্বারা প্রদত্ত আদেশ হস্তক্ষেপের দাবি রাখে না। আবেদনকারী নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা আপিল কর্তৃপক্ষের দ্বারা সংঘটিত কোনও এখতিয়ারগত ত্রুটিও সনাক্ত করতে সক্ষম হননি।

২২. তদনুসারে, ডবলুপিএ ১৬৬১৫ এর ২০২৩ রিট আবেদনটি খারিজ করা হয়েছে।

২৩. সেখানে অবশ্য খরচের ক্ষেত্রে কোনও আদেশ হবে না।

২৪. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে প্রদান করতে হবে।

(বিচারপতি, রাজা বসু চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal